যায়। তাদের বেশি দ্যাখা দেওয়াও ভাল নয়—একবার দ্যাখা দিয়েই সোরে পড়্তে হয়। তার পর তারা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে, চোখের জল ফেলে, বুক্ চাপ্ড়ে মরুক্ গে। এই দ্যাখ্ যারা মাছ ধরে তারা যেমন মাছদের মুখে বর্শি লাগিএও শীঘ্গির তোলে না—অনেক ক্ষণ খেলিয়ে খেলিয়ে আধ্মারা কোরে তবে তোলে, সেই রকম পুরুষদেরও খেলিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়। তার পর যখন তারা নিতান্ত নিরাশ হয়ে গলায় দড়ি দিতে যাবে কিম্বা বুকে ছুরি বসাতে যাবে কিম্বা এক আধ ঘা বসিয়েছে বা—তখন হঠাৎ পিছন থেকে গিয়ে "নাথ! কি কর" বোলে বারণ কত্তে হবে।

প্রস।—তোমার কথা দিদিঠাকরুণ বুঝ্তে নারি।

হেমা। তুই যে নভেল পড়িস নি, তাই বুঝ্তে পাচ্চিস্ নে। যা, এখন শীঘ্গির অলীক বাবুকে খবর দিয়ে আয়।

(প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ)

অলীক। (স্বগত) প্রসন্ন বোল্লে—যে তার দিদিঠাকরুণ আমার সঙ্গে আজ দ্যাখা কর্তে আস্‌বে। আর একটু আগে যদি খবর পেতুম,

তা হ'লে আরও ভাল কোরে সাজ গোজ কত্তে পাত্তুম।—তা—যা করেছি তাতেই কিস্তি মাৎ হবে —প্রায় বছর দশেক হোলো এক জন বন্ধু লোকের কাছে এই জরির পোষাক ও টুপি ধার কোরে এনেছিলেম—তা সে বোধ হয় এত দিনে তামাদি হয়ে গেছে।—দোষের মধ্যে পোষাকটা আমার গায়ে বড় ঢিলে হয়—আর একটু পোকাতেও কেটেছে—তা হোক্ গে—এখনও তো ঝক্ ঝকে আছে। আর বেশি সাজ গোজেইবা দরকার কি—যে চেহারা তাতেই মেরে রেখেছি বাবা!—(পকেট হইতে একটা ছোট আর্শি বাহির করিয়া নানা ভঙ্গী সহকারে মুখ দর্শন) বাঃ! কি চেহারা—(আয়না পকেটে রাখিয়া) এখন যে সে এলে হয়—মল ঝম্ ঝম্ কোরে, নাকে নথ্ দুলিয়ে, ঘোম্টার ভিতর থেকে যখন নয়ান বাণ মার্‌তে মার্‌তে গজেন্দ্র-গমনে আস্‌বে—তখন দেখ্‌ছি একেবারে খুন খারাপি হবে।

(হেমাঙ্গিনীর ও প্রসন্নের প্রবেশ)

হেমা। (আলুলায়িত কেশে, মলিন বেশে, উর্দ্ধ-নেত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করত বুকে

হাত দিয়া ম্লান ভাবে অবস্থান)—হা!—হা!—হা!—

অলীক। এস এস—প্রেয়সী এস!—

হেমা।—হা!——হা!——

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করত স্বগত) একি!—ঘোম্‌টা নেই—চুল এলো—আকাশ-পানে তাকিয়ে—ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে সাপের মতন নিঃশ্বাস ফেল্‌চে—ব্যাপারটা কি? (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি!—হৃদয়-বল্লভ!—বিধুমুখি—গজেন্দ্রগমনি! —এ দাস কি অপরাধ করেছে?—তোমা বই তো আমি আর কাউকে জানিনে—তুমি আমার হৃদয়-চকোরের পদ্মিনী—তুমি আমার নয়ান বাণের মণি—তুমি আমার "বিনোদিয়া বিনোদিনী"—তুমি আমার "বেণী"—তুমি আমার "সাপিনী"—তুমি আমার "তাপিনী"—তুমি আমার—

হেমা।—হা!——হা!——হা!——(স্বগত) এতেই বোধ হয় কার্য্য শেষ হবে। বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি আমার এই হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস গুলি ওঁর মর্ম্মের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ ক'চ্চে।

অলীক।—(স্বগত) ঘোম্‌টা নেই—মেয়েটা বেহদ্দ বেহায়া দেখ্‌চি—কিন্তু কথা কয় না কেন?—

বোবা নাকি?—কি আপদ্!—সত্য সিন্ধুর টাকা-কটা হাতিয়েই ডাইভোর্স্ কত্তে হবে—যত দিন বিয়ে না হয় তত দিন মন যুগিয়ে চলা যাক্—মান করেছে নাকি?—দ্যাখাই যাক্ না। (নিকটে গিয়া মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গান)

"হোলো সুদিন কুদিন তোমার বিধুবদনীর"
সুর।

কেন মলিন মলিন হেরি বিধুবদনী।
কথা ক-না লো, প্রাণে বাঁচা লো,
নইলে গলায় বাঁধিয়া দড়ি মরিব এখনি।
কেন এত মান, কে করেছে অপমান,
বুঝি ভগবান প্রেমে লিখেছে শনি।
প্রেমের তুফান্, বাঁচে না কো প্রাণ,
এখন ভরষা কেবল ঐ চরণ-তরণি।

(পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন)

হেমা।—আজ আমি তোমাকে জগৎসমীপে বলিব—কে নিবারণ করিবে—স্বামিন্—প্রভো—প্রাণেশ্বর—

প্রস।—পালাও পালাও—কত্তাবাবু আসচেন।

হেমা।——(স্বগত) বাবা আস্চেন না কি?—তাঁর যেমন খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই আমাদের

এই মধুর প্রথম প্রেমালাপে কিনা তিনি ভঙ্গ দিতে এলেন—

অলীক।—(চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) কৈ !—কেউ কোথাও তো নেই—প্রেয়সী—তুমি বোলে যাও—কিছু ভয় নেই—হাম্ হ্যায়। (স্বগত) মেয়েটা দেখ্‌চি আমার প্রেমে একেবারে মোজে গ্যাছে—"স্বামী—প্রভু—প্রাণেশ্বর"—আরও না জানি কত কি বোল্‌বে।

হেমা। কণ্ঠরত্ন !—হৃদয়েশ্বর——

প্রস। এই বার সত্যি কত্তা বাবু আস্‌চেন।

হেমা। মোলো যা—কথা-গুণ শেষ কত্তেও দিলে না। (পলায়নোদ্যত)

অলীক। প্রেয়সি—ওর কথা সব মিথ্যে, কেউ কোথাও নেই—আমার মাথা খাও পালিও না—(হঠাৎ পা ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি যেওনা (হেমাঙ্গিনীর পতন ও পুনর্ব্বার উঠিয়া দ্রুত বেগে পলায়ন)

অলীক।—(পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত) প্রেয়সি—যেওনা—যেওনা—তা হ'লে আমি বিরহ-যন্ত্রণায় একেবারে মারা যাব।

(হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

(সত্যসিন্ধুর প্রবেশ)

সত্য। (একটা কাগজ হস্তে) আমার কাছে দেখ্‌চি এখন বেশি টাকা নেই। ভাল কথা—বাপু অলীক-প্রকাশ, তুমি আমার একটা উপকার কর্ত্তে পার?

অলীক। কি বলুন না মশায়—আপনার উপকার আমি করব না?

সত্য।—এমন কিছু না—হাজার টাকা আমার প্রয়োজন হয়েছে—এখন আমার হাতে অত টাকা নেই—যদি তুমি বাপু—

অলীক। (মুস্কিলে পড়িয়া চিন্তা) অ্যাঁ—অ্যাঁ (স্বগত) হাজার পয়সা নেই তো হাজার টাকা (প্রকাশ্যে) এখন তো আমার কাছে মশায় অত টাকা নগদ নেই।

সত্য। বাঃ সেকি বাপু? সে টাকা-গুল কোথায় গেল?

অলীক। কোন্ টাকা?

সত্য। কেন, বাড়ি বিক্রী করে যে টাকাটা পেয়েছ।

অলীক। (আশ্চর্য্য হ'য়ে) আমার বাড়ি?

(পরে সাম্‌লে নিয়ে) ও!—হাঁ হাঁ সত্যি—তবে আসল বৃত্তান্তটা শুন্‌বেন? এই মাত্র আমি—

সত্য। কি! এত টাকা এর মধ্যেই খরচ করে ফেলেছ?

অলীক। না-না—হ্যাঁ—এক রকম খরচই বটে।—তবে সত্যি কথা বল্‌ব?—আপনার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে? (মৃদু স্বরে) আমার কিছু ধার ছিল, তাই ঐ টাকাটা দিয়ে শুধেচি। মশায় সংসারে থাক্‌তে গেলেই কিছু না কিছু ধার কত্তে হয়। আবার হয়েছে কি মশায়, চুনিলাল নামে যে খোট্টার কাছে আমি বাড়ি বিক্রী করেছিলেম—তার কাছে—

সত্য। এই একটু আগে যে তুমি আমাকে বলেছিলে তার নাম নাটু ভাই।

অলীক। কি?—হ্যাঁ তাই তো। তাঁর নাম চুনিলাল নাটু ভাই।

গদা। (অন্তরাল হইতে) সাবাস! বেশ যুগিয়ে বলেচো বাবা! (প্রসন্নের প্রতি) দ্যাখ্ পিস্‌নি—নীচের একটা ঘর ভাড়া ক'রে এক জন বহুরূপী আছে—তার সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে—

তুই এখানে থাক্, আমি চল্লেম—যদি মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বার মতন হয় তা হ'লে চট্ করে আমাকে খবর দিস্—আমি লাটু ভাই সেজে আস্‌ব। (প্রস্থান)

অলীক। আগে সে এক জন মস্ত দালাল ছিল—এখন এখানে বড়বাজারে একটা জুয়া খেলবার আড্ডা করেছে। তা মশায়—এই ভদ্র লোকটীর কাছে থেকে আমি পূর্ব্বে টাকা ধার করেছিলেম। তা মশায় সে যখন আমার কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নিলে—তখন ঐ বাড়ির দামের টাকাতে আমার ধারের টাকা শোধ্ বোধ্ হয়ে গেল।

সত্য। ভাল বাপু—কত তার ধার্‌তে?

অলীক। এক লাখ টাকা।

সত্য। তুমি যে বাপু দেড় লাখ টাকায় তোমার বাড়ি বিক্রি করেছিলে, তা হলে এখনও তো তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে পাবে।

অলীক।—হাঁ—আমিও—আমিও—আমিও তো তাই বল্‌তে যাচ্ছিলেম—কিন্তু—কিন্তু—

প্রস।—এই ব্যালা আমার মিন্‌সেকে খবর দিগে। (প্রস্থান)

সত্য। বাপু তোমার এই বাড়ির গল্পটী

সর্ব্বৈব মিথ্যা বোধ হচ্চে। আমার বেশ প্রত্যয় হয়েছে যে নাটু ভাই—না কি ভাই যে তোমার বাড়ি কিনেচে বল্‌চ, সে লোকটা তোমার কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

অলীক। সেকি মশায়!—তা কি কখন হতে পারে?—আপনি বলেন কি?—আমার কল্পনা? —তা কি ক'রে হবে?—আপনি পৃণিধান কোরে বিবেচনা ক'রে দেখুন না—আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌বার লোক?—আপনি কি শেষ এই ঠাওরালেন? আপনার মতন লোকের এ বিবেচনাটা কি ভাল হল?

প্রস। (অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া) নাটু ভাই না কি এক জন লোক দেখা কর্‌তে এসেছে।

(এক জন বুড় চসমা নাকে হিন্দুস্থানী দালালের বেশে গদাধরের প্রবেশ)

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি?

সত্য। (অবাক্ হইয়া) অ্যাঁ?—একি?

গদা। (অলীকের প্রতি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে) মসা হমাকে মাপ কর্‌তে হোবে—হপনাকে হামি একটু দেক্ করতে আসিছি—হমার দস্তুর আছে কি বে

"আগাড়ি কাম--পিছে সেলাম"—হমি মশার গোলাম হাজির আছে—একটু উঠ্‌তে আজ্ঞে হোয়—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) অলীক বাবুর সাথ্ হমার কুছ্ বাত্ চিত্ আছে মশা।

সত্য। কোন গোপনীয় কথা আছে? আমি তবে যাই।

গদা। না না মশাই হাপনি যাবে কেন?—বইস না—বইস না।

অলীক। এ ব্যাটা কেরে?

গদা। (কথা টেনে টেনে) ভালা—অলীকচন্দ্র বাবু-উ-উ——হম জান্‌নে কো আয়া-য়া-য়া—তোম্‌ও বাড়িকো বাৎ শেষ করে গা কি নেই?

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমার বাড়ি?

গদা। হাঁ বাবু যো বাড়ি তোম্ হমার কাছে বিক্রি করিয়েছে ঐ বাড়ির কথা হামি বলছে—এখন ঐ বাড়ি হমাকে দখল দেলাতে হোবে—এখন বুঝিয়েছে কিনা মশা?—জল্‌দি কাম শেষ করিয়ে ফেলো মশা—হমার দস্তুর আছে কি যে—"আগাড়ি কাম—পিছে সেলাম।"

অলীক। সেই জন্য আপনি বুঝি—ইয়ে কত্তে—

হয়ে হয়েছে—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায় এর কিছু মানে বুঝেচেন ?—ব্যাপার টা কি ? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—আশ্চয্যি !

সত্য। বিলক্ষণ! আশ্চয্যটা কিসের ?—তুমি তোমার বাড়ি এঁকে বিক্রি করেছ, তাতে আবার আশ্চয্য কি ?

অলীক। (স্মরণ হওয়াতে) না—এতে আর আশ্চয্য কি? (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি না কি? আমি তো কিছুই এর ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যা হোক্ দেখা যাক্ কত দূর যায়। (প্রকাশ্যে) আমি বল্‌ছিলেম কি যে, এত অল্প দামে—

গদা। বলো কি মশা—সওদা ঠিক হয়ে গেই-ছে—আওর কি ফের্ ফার্ হোতে পারে ? টাকা হমার পাস নগদ আছে—যখনি চাবে তখনি হমি দিতে পারে—

অলীক। (স্বগত) এর মানে কি ? বোধ হচ্চে সব দম্‌বাজি! রোস্ ওর ফাঁদেই ওকে ধর্‌চি—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা জি তুমি যে বল্‌চ নগদ টাকা সঙ্গে এনেছ—আচ্ছা টাকাটা দিয়ে ফ্যাল দিকি।

গদা। অলবৎ মশাই (হস্তদিয়া পাকেট অনু-

সন্ধান—পরে নস্যর ডিবে বাহির করণ) হমি তোমার কাছে যে এক লাখ টাকা পাব তার কি করিয়েছে মশা ?

অলীক। তুমি আমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা পাবে, আমি তোমার কাছে থেকে তেমনি দেড় লাখ টাকা পাব। আচ্ছা তুমি এক লাখ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা আমাকে দেও।

গদা। তোমার উকিলের পাস্ হমি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দিয়েছে, দেখোগে যাও মশা।

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমার উকিলের কাছে জমা করে দিয়েছে (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে যে বত্তিয়ে যাই (প্রকাশ্যে) এখন যদি ঐ টাকাটা নগদ দিতে পার জি তাহলে আমারও উপকারে আসে আর এই বাবু মশায়েরও উপকারে আসে (স্বগত) নগদ টাকাটা পেলে বড় মজাই হয়।

গদা। ওতো ঠিক্ বাত্ আছে মশা। তোমার মতন লোকের টাকার বহুৎ দরকার আছে হমিতো জানে; বিশেষ তোমার আবি টাকা ডেপাজিট দিতে হোবে না কি।

অলীক। আমার টাকা ডেপজিট্!

গদা। হাঁ মশাই, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দাওয়ানি কাম নিতে হলে টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে।

সত্য। কর্ম্মের কথাটাও তবে সত্যি না কি?

গদা। সেতো সব কোই জানে মশাই যে, হানা-বেরল জগদীশচন্দ্র মুখুয্যিয়া উন্‌কো মুরব্বি আছে। কামের ভাবনা কি? তাঁর সঙ্গে সকালে এই মাত্র হামার দেখা হইছে।

অলীক। (স্বগত) না এ আমাকে হারিয়েছে—আমি জান্‌তেম আমার আর জুড়ি নেই—কিন্তু এযে দেখ্‌চি আমার ঠাকুরদাদা—এর মতন বেহায়া আমি তো আর দুনিয়ায় দেখিনি; যাহোক্ ভাগ্যি এ লোকটা ছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেম। কিন্তু এ লোকটা কে? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) ভালা ও জি!

গদা। এখন তবে মশাই হমি আসি—হমার বহুৎ কাম আছে—কাম থাক্‌তে মশায় ঝুট্ মুট্ বাত্‌চিত্ অচ্ছা লাগে না, হমি এই জানে মশাই কি "আগাড়ি কাম পিছে সেলাম" (প্রস্থান)

অলীক। (স্বগত) এ ব্যাটার মতন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি।

সত্য। বাপু আমাকে মাপ কত্তে হবে। আমি তোমার গল্প মিথ্যা বলে মনে করে ছিলেম—কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম ঘুচ্‌লো।

অলীক। আমার কথায় মশায় সন্দেহ করেন?

সত্য। ও বিষয় তুমি কিছু বাপু মনে টনে কোরো না—আমাকে, মাপ কর—জগদীশ বাবু তোমাকে যে মস্ত কর্ম্ম জুটিয়ে দিয়েছেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। আর দেখ বাপু, আমার সঙ্গে একবার তাঁর আলাপটা করিয়ে দেও।

গদা। এই বার দেখ্‌চি ওঁর দফা নিকেশ হল।

অলীক। রসুন মশায় দেখি। আজ হল শনি-বার। ও!—তবে তিনি এখন তাঁর উল্টোডিঙ্গির বাগানে আছেন—সে স্থানটী বড় চমৎকার! ঠিক্ গঙ্গার উপর—কাছে একটা মস্ত কাল জামের গাছ আছে। মশায় জাম ভাল বাসেন? জগদীশ বাবু কিন্তু বড় জাম-ভক্ত—সে দিন দেখ্‌লেম দুশো জাম আপনি খেলেন।

সত্য। সেকি বাপু?—পৌষ মাসে জাম?

অলীক। (মুস্কিলে পড়িয়া) সে যে বার মেসে গাছ মশায়!

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হাঃ সাবাস!

সত্য। ও! বটে!

অলীক।—আমি সেখানে প্রায় হপ্তার মধ্যে দুই তিন বার করে যাই। জগদীশ বাবু খুব দাবা খেল্‌তে পারেন। তাঁর মতন খ্যালোয়াড় আর কল্‌কাতার সহরে দুটী নেই। সেদিন তাঁর সঙ্গে এক বাজি খেলা গ্যাল—তা তাঁর আর বেশি খেল্‌তে হল না—এক চালেই মাৎ।

সত্য। কিন্তু বাপু—আজ তো জগদীশ বাবু বাগানে যান নি। কেন না ঐ যে তোমার বন্ধু—নাটু ভাই না ফাটু ভাই—কি ভাল তার নাম—যে তোমার কাছে এই মাত্র এসেছিল—সে যে বলছিল তাঁকে কলকাতায় আজ সকালে দেখেছে। এস বাপু তবে তাঁর ওখানে এখনি যাওয়া যাক। আমার এক জায়গায় একটা নেমন্ত্রণ আছে—আবার সেই খানে এখনি যেতে হবে—এই ব্যালা চল বাপু।

অলীক। আজ কেমন করে হয় মশায়? আজ বর্দ্ধমানের রাজা প্রভৃতি আমারও কতকগুলি

বন্ধু মানুষ এখানে খেতে আস্‌বেন—আপনাকেও বল্‌ব মনে কর্‌ছিলেম—

সত্য। বর্দ্ধমানের রাজা?—আমি আজ পারিনে বাপু—আর এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে—

অলীক। এ সমস্ত আয়োজনটা কি তবে বৃথা নষ্ট হবে? এত উয্যুগ করা গিয়েছিল।—পোলাও-কালিয়ে-কোপ্তা ক্ষীর-দই-পায়েস সব নষ্ট হল দেখ্‌চি।

গদা। (অন্তরাল হইতে) এটাও তো দেখ্‌ছি সব মিথ্যে—আমাদের বাবুর বাড়ি থেকে কালিয়ে পোলাও তৈরি করিয়ে এনে গুচিয়ে রাখা ভাল—কি জানি যদি দরকার হয়। আর আমাদের বাবুর বাড়িও তো এবাড়ির একেবারে লাগাও।

সত্য। এখন সবে চার্‌টে বৈতো নয়, সাত্‌টার আগে তো তোমাদের আর খাওয়া হবে না। আমার ছটার সময় নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে—এর মধ্যে তো অনেক সময় আছে—চল এখনই জগদীশ-বাবুর ওখানে যাওয়া যাক্—সেখানে আজ যেতেই হবে।—কেন বাপু—চুপ করে রইলে যে?

অলীক। (স্বগত) মোলো যা! আমাকে যে ছিনে

জোঁকের মতন ধরেছে—এখন যে ছাড়ান ভার! এক কালে আমার বাপের সঙ্গে জগদীশ বাবুর আলাপ ছিল তো শুনেচি—তাঁর সঙ্গে আমার তো চাক্ষুষ কখন আলাপ হয় নি, এখন করি কি?

সত্য। বাপু তোমার হল কি? তোমাকে এত ভাবিত দেখ্‌ছি কেন? একটু খানির জন্য বাড়ি থেকে বেরোবে, তাতেও তোমার আলস্য।

অলীক। আলিস্যি কি মশায়?—আপনার কাছে দেখচি তবে প্রকৃত কথাটা না বোল্লে চোল্লো না। আজকের আমি বাড়ি থেকে নড়্‌তে পার্‌চি নে মশায়—আপনাকে তবে আসল কথাটা বলি—এক জন ব'লে গেছে যে আজ আমার বাড়িতে এসে আমাকে মার্‌বে, আমি যদি এখন চলে যাই মশায়, তা হলে সে মনে কর্‌বে আমি ভারি ভিতু তাই পালিয়ে গিছি। সেটী মশায় আমি প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব না। আমি আর সব সহ্য কত্তে পারি কিন্তু লোকে যে আমাকে কাপুরুষ বল্‌বে তা আমার কখন সহ্য হবে না।

সত্য। মারামারি!

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) ইনি দেখ্‌চি

এক জন বীর-পুরুষ। ইনিই তবে আমার কুমার জগৎসিংহ।

সত্য। তোমার এমন বিপদ উপস্থিত—তোমাকে বাপু আমি এখন একলা ফেলে যেতে পারি নে।

অলীক। আপনি বুড় মানুষ, আপনি থাকুলে আমার কি সাহায্য হবে? আপনার এখানে থেকে কাজ নেই, দৈবাৎ লেগে টেগে যাবে।

সত্য। ঝগ্ড়াটা কি জন্য হয়েছিল, আমার জান্‌তে হবে বাপু।—ঝগড়ার কথাটা জান্‌তে না পেলে কখনই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক। (স্বগত) এযে বড় ভয়ানক লোক দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) আপনার এখুনি যে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবার কথা ছিল—তার তো সময় হয়েছে—

সত্য। কি বল বাপু, তোমার জীবন নিয়ে টানা টানি, আমি কি না স্বচ্ছন্দে নেমন্ত্রণ খেতে যাব? আচ্ছা সত্যি করে বল দিকি বাপু অলীক-প্রকাশ আসল ব্যাপার টা কি হয়েছিল?

অলীক।—এমন কিছু না—যা সচরাচর হয়ে থাকে—একটা দাঙ্গা—

সত্য। দাঙ্গা ?—কেমন করে ঝগ্‌ড়াটা হল বাপু ?

অলীক। আমি মশায় তার গায়ে হাত দিই নি।

সত্য। প্রথমে তবে গালাগালি হয়েছিল ?

অলীক। আমি তাকে একটা কথাও বলি নি।

সত্য। তবে ঝগ্‌ড়াটা কি করে হল ?

অলীক। শুনুন না মশায়—যে রকম যে রকম হয়েছিল আমি সব বল্‌চি। এক দিন আমার একটী বন্ধু মানুষ আমাকে ও আর কতকগুলি লোককে তাঁর বাড়িতে খেতে নেমন্ত্রণ করেছিলেন। সে দিন-টা বড় গরম হয়েছিল। তাই আমাদের সকলের মত হল যে আমরা ছাতের উপরে গিয়ে খাব। সে ছাত্‌টার চারি দিক খোলা—পাঁচিল টাচিল নেই —বুঝ্‌লেন মশায়—তার পরে মশায়—তার পর মশায়—তা—ছাতের উপরেই তো পাত্‌-টাত্‌ সাজান হোলো। তা, আমার সেই ফ্রেণ্ডের স্ত্রী পরিবেশন কচ্ছিলেন—তিনি আমাদের সাক্ষাতে বেরোতে লজ্জা করেন না—কেন না, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার নাকি হরিহর-আত্মা—বুঝ্‌লেন মশায় —তাই তাঁর চুলের আমি প্রশংসা কচ্ছিলেম। তা তিনি সেই প্রশংসাতে মত্ত হয়ে গরম ঘি

আমার পাতে না দিয়ে আমার গায়ের উপর ঢেলে দিয়েছেন—ঐ যেমন ঢেলে দেওয়া—আমি-ও-মাগো করে চীৎকার করে উঠে পাশে এক ঠ্যালা মেরেচি—আমার ঠিক্ পাশে ছাতের কিন্নারায় এক জন খেতে বসেছিলেন—তিনি সেই ঠ্যালা খেয়ে একেবারে ছাতের উপর থেকে নীচে——

সত্য। (আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া) লোকটা মারা গ্যাল না কি?

অলীক। না মশায় বেঁচে গিয়েছে।

সত্য। রাম! বাঁচলেম। তা ছাদের উপর থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা ভাংলোনা?

অলীক। সেদিন সে বড় বাঁচান্ বেঁচে গিয়েছিল মশায়। ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছেন। ভাগ্যিস্ সেই সময় নীচে রাস্তা দিয়ে এক জন চীনে-ম্যান যাচ্ছিলো—পড়্‌বি তো পড়্ ঠিক্ তার কাঁদের উপর গিয়ে পড়েছে। সেতো কাঁদের উপর চোড়ে বেঁচে গেল—কিন্তু আমি শেষ কালে মশায় বিপদে পড়্‌লেম।

সত্য। একি ব্যাপার?—তুমি কি করে বিপদে পড়্‌লে?

অলীক। চীনে-ম্যানটা আমাকে বল্‌তে লাগ্‌লো

কি যে তুই আমাকে অপমান কর্‌বার জন্য ঐ লোকটাকে আমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিইচিস্‌। আমি আপোষ কর্‌বার জন্য ঢের চেষ্টা কল্লেম। কিন্তু কিছুতেই সে শুন্‌লে না। আমি তাকে বল্লেম আচ্ছা তুই বরং এর প্রতিশোধ নে—আমি তাতে রাজি আছি। আমি নীচে রাস্তায় দাঁড়াচ্চি তুই নয় ঐ ছাতের উপর থেকে লাফিয়ে আমার ঘাড়ের উপর পড়্‌—আচ্ছা সে ব্যক্তি এক তালা থেকে পড়েছে—তুই নয় দোতালায় থেকে—নয় তেতালায় থেকেই পড়্‌—আর কি চাস্‌? তা কিছুতেই সে ব্যাটা সন্তুষ্ট হল না। তার পরে সে আমার বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা কল্লে—আমি ঠিকানাটা বল্লেম। সে ব্যাটা মশায় আমাকে বল্লে কি—যে, তুই আমাকে রাস্তায় অপমান করিচিস্‌—আমি তোকে তোর বাড়িতে গিয়ে অপমান কর্‌ব। একবার আস্পদ্দার কথাটা শুনেচেন মশায়? আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান কর্‌বে? ব্যাটার সাহস দেখুন্‌ না—বাড়িতে এলেই এমনি ঠুকে দেব যে বাছা-ধন টের পাবেন। এখনি তার আস্‌বার কথা আছে মশায়।

প্রস। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কথাটা তো সত্যি বলে বোধ হচ্চে না। রোস্ আমার মিন্সেকে বলিগে যাই।

সত্য। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে স্বগত) উঁহু—উঁহু—এ গল্পটা বড় আজগুবি রকম বোধ হচ্চে। (প্রকাশ্যে) না বাপু তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হচ্চে না—যাতে আপোস্ হয় তার চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো। আমি মনে করেছিলেম বুড় মানুষ দাঙ্গার কথা শুন্‌লেই বুঝি পালাবে—এ দেখ্‌চি ভয়ানক লোক। এর হাত থেকে এখন কি করে অ্যাড়ানো যায়? (প্রকাশ্যে) আপনার থাক্‌বার আর দরকার নেই। সে ব্যাটার সাহস এতক্ষণে বোধ হয় কোন্ দিকে উড়ে গ্যাছে।

সত্য। (স্বগত) তবে এই গল্পটা বোধ হচ্চে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

(চীনে-ম্যানের বেশে সজ্জিত গদাধরকে লইয়া প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রস। এক জন চীনের সাহেব।

সত্য। (স্বগত) কি! এসব তবে সত্যি না কি?

অলীক। (স্বগত) একি! আমি যেটী মৎলব্ কচ্চি সেইটী দেখ্‌চি ঠিক্ হয়ে দাঁড়াচ্চে! না জানি আমার কি একটা আশ্চয্যি ক্ষ্যামতা জন্মেছে। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে—

গদা। (রাগের লক্ষণ মুখে প্রকাশ করিয়া অলীকের প্রতি) চুঁ চুঁ মাচু কাচু কিচি মিচি—শালা হমি টোর গডান লেবে (ছুরি হস্তে অলীকের নিকট গমন, অলীক ভয়ে পলাইতে উদ্যত ও চীৎকার) চৌকিদার—চৌকিদার—

সত্য। (উহাদের মধ্যে যাইয়া) হাঁ-হাঁ কর কি সাহেব—ওকে মেরনা—আমার কথা শোন—ওকে মাপ কর—ছেলে মানুষ একটা কাজ করে ফেলেছে, দোহাই সাহেব মাপ কর।

গদা। টুম বোল্‌টা কি বাবু—ওটা উচুশে হমার মাঠার উপর পরি গেছে—ডেখ টো হম্‌রা টোপি কেয়া হুয়া (ভাঙ্গা টুপি প্রদান) এ টোপি ডেখ্‌নে সে হমার রাগ হোটা—ওবাৎ হমি শুনবেনা টোমর গোলা কাট্‌বে।

অলীক। (স্বগত) একি আশ্চর্য্য!—আমি যেটী

মনে কচ্চি সেইটীই ঘ'ট্‌চে—আমি কোথায় একটা চীনে-ম্যানের গল্প বানিয়ে বোল্লেম—না একটা কিনা সত্যি সত্যি টিকি-ওয়ালা বেড়াল-চোকো ইঁদুর-খেগো জ্বলজ্যান্ত চীনে-ম্যান উপস্থিত—কিন্তু আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—আমার ছিষ্টি কর্‌বার একটা ক্ষ্যামতা জন্মেছে নাকি?—কিন্তু এবারকার ছিষ্টি যে বড় ভয়ানক ছিষ্টি—এব্যাটা সত্যি সত্যি যদি ছুরি বসিয়ে দেয়—না—বোধ হয় এক ব্যাটা কে এসে আমাকে দম্ দিচ্ছে।—আমার জান্‌তে হবে—রোস্ পরখ্ করে দেখা যাক্। (কোমর বেঁধে দ্বারের নিকটে গিয়া দূর হইতে প্রকাশ্যে) আয় দিকি শালা দেখি। তুই আমাকে মার দিকি দেখি তোর কেমন যুগ্যতা। ব্যাটা চালাকি কর্‌তা হ্যায়—জান্‌তা নেই আমি কে হ্যায়—আমি অলীক-প্রকাশ রায় বাহাদুর হ্যায়—এত বড় আ-স্পদ্ধা হ্যায় যে হাম্‌কো অপমান কর্‌তা হ্যায়—রাগে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বল্‌তা হ্যায়—কি বল্‌বো তুই হাতের কাছে নেই, না হলে ব্যাটা তোর টিকি ধোরে আচ্ছা কোরে দেখিয়ে দেতা হ্যায়—(স্বগত) ওবাবা, ব্যাটা যে ছুরি বাগিয়ে এগোয়—তেমন তেমন

হলে এই দিক দিয়ে পিট্টান দেওয়া যাবে (ভয়ে কম্পমান)

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) কি সাহস!—হাতে অস্ত্র নেই—তবু যুদ্ধে অগ্রসর হচ্চেন—ওঃ কি তেজ! ক্রোধে ওঁর সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হচ্চে।

সত্য। (দুই জনের মধ্যে যাইয়া) অলীক-প্রকাশ লেখাপড়া শিখে তোমার এই ব্যবহার? ওরকম ঝগ্‌ড়াটে স্বভাব হলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের কখ-নই বিয়ে দেব না (গদাধরের প্রতি) সাহেব, ও ছেলে মানুষ বোঝে না।—মাপ কর দোহাই সাহেব। আচ্ছা তোমরা দুজনে থামো, আমি মিটিয়ে দিচ্চি। বল দিকি, কে কারে আগে অপমান করেছিল।

অলীক। ও আগে আমাকে অপমান করেছিল।

সত্য। তোমাকে অপমান করেছে? ওর টুপি যে রকম ভেঙ্গে গেছে দেখ্‌চি তাতে তুমি যে ওকে মেরে ফ্যাল্‌বার যো করেছিলে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অলীক। ওর কথা সত্যি না মশায়।

গদা। আলবট্‌ সচ্‌ হ্যায়।

সত্য। হাঁ একথা সত্যি বাপু—তুমি যে মেরেছ

তাতে আর কোন সন্দেহ নেই—দেখ দিকি ওর টুপিটা কি করে দিয়েছ। তোমার দোষ স্বীকার কর বাপু, না হলে কখন তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

অলীক। সাক্ষীর মধ্যে তো ওর ঐ টুপিটা। আপনি যখন বল্‌চেন তখন আর কি বলি। ভাল্‌ আমার কথাই মিথ্যা, ওর কথাই সত্যি।

সত্য। দেখ সাহেব, ও আপনার দোষ কবুল কচ্চে—আর ঝগড়াতে কাজ কি।—তুজনে আপোষ করে ফ্যাল।

গদা। (হাস্য করত সত্যসিন্ধুর প্রতি) বুঢ্‌ঢা, টুম বড়া মজাকা আড্‌মি আছে—হা হা হা!—আও বাবু—(তুই জনে সেক্‌ হ্যাণ্ড)——

অলীক। (স্বগত) বাঁচা গেল—ঘাম দিয়ে জ্বর পালাল এ সব কাণ্ড কি হচ্চে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সত্য। তবে আর কি—মিট্‌ মাট্‌ হয়ে গেল—সাহেবকে এখন কিছু খাইয়ে দ্যাও।

হেমা। আঃ বাঁচ্‌লেম! যুদ্ধটা হোলো না ভালই হোলো—যদি যুদ্ধে আহত হতেন তা হলে

আমি আয়েষার মতন ওঁর শিয়রে বোসে কত শুশ্রূষাই কত্তেম।

সত্য। বাপু তোমার চাকরদের ডাক—সাহেবকে কিছু খাইয়ে দিক্।

অলীক। ওরে—ওরে হরে—মোধো—হারা—ব্যাটারা গেল কোথায়? আমার সেই বন্ধুর বাড়ি সব ব্যাটাই সগাদ নিয়ে গেছে দেখ্‌চি, দু চার আনার লোভ আর সাম্‌লাতে পারে না। কিন্তু মশায় ওঁর খাবার তো বড় সহজ নয়—ছুঁচো ইঁদুর সাপ ব্যাং না দিলে তো ওঁর আর তৃপ্তি হবে না।

গদা। বাঙ্গালা খানা আমি বহুট্ পসন্দ্ করি, আমি বাঙ্গালির সাথ দশ বরস কলকাটায় আছে—আমি বাঙ্গালির সব্ জানে।

অলীক। (স্বগত) এ ব্যাটা খেতে রাজি হল—তবেই] তো দেখচি মুস্কিল! (সত্যসিন্ধুর প্রতি) কড়ায়ের ডাল আর ভাত কি সাহেবের ভাল লাগ্‌বে মশায়?

সত্য।—তুমি যে বাপু পেলাও কালিয়ে হুকুম দিয়ে ছিলে তার কি হল?

অলীক। কালিয়ে পোলাও!—

সত্য। তোমার বন্ধুরা তো কেউ এল না বাপু—সেই সব খাবার সাহেবকে খাইয়ে দেওনা কেন।

অলীক।—হাঁ হাঁ—বটে বটে—এখন চাকর গুলো এলে যে হয়।

প্রস। মশায় খাবার সব ঠিক্ হয়েছে।

অলীক। (স্বগত) এ কি! কোথা থেকে এর মধ্যে সব তৈরি হল? এসব কাণ্ড ভেল্কিতে হচ্চে না কি—আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। আমি যতই মিথ্যে কথা কচ্চি, ততই কিনা সব সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্চে! যাহোক্ এখন আমার একটু ভর্‌সা হচ্চে। এর মধ্যে একটা কি আছে। একটা মিথ্যে কথাতেও তো এপর্য্যন্ত ধরা পড়্‌লেম না। এখন্ তবে অনার্গল মিথ্যে কথা কওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) এস সাহেব, তোমাকে কিছু খাইয়ে দি—তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি।

গদা। (স্বগত) বেশ হল—এখন বিলক্ষণ ক'রে সেবা দেওয়া যাক্‌গে—সব ফাঁড়া গুলই তো কেটেছে—এখন কেবল একটা আছে—সত্য-সিন্ধু বাবু আমাদের বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে ব্যস্ত

হয়েছেন; দ্যাখা করতে গেলেই তো মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বে—তা—আমিই আগে থাক্‌তে কেন জগদীশ বাবু সেজে আসিনে—সেই ভাল।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) শত্রুকে আবার খাওয়াতে নিয়ে যাচ্চেন, এরূপ উদারতা বীর পুরুষেরই উপযুক্ত বটে। (অন্তরাল হইতে প্রস্থান।)

(গদাধর, অলীক, ও সত্যসিন্ধুর প্রস্থান)

প্রস। হি হি হি হি—মাইরি এত রঙ্গও জানে। মিন্‌সের নকল দেখে এমনি হাসি পাচ্ছিল যে আর দম্ রাখ্‌তে পারি নে—এখন হেসে বাঁচি—হি হি হি হি—কিচি মিচি কোরে চীনের সাহেবের মত কত নকলই কোল্লে—মরণ আর কি—হি হি হি হি—আমার মিন্‌সে খুম্‌নসিক যাহোক্—না হলে কি আমার মনে ধরে।—হি হি হি হি—ভ্যাল্লা যাহোক্—(প্রসন্নের প্রস্থান)

(জগদীশ বাবুর প্রবেশ।)

জগ। অলীক-প্রকাশ কি এখানে আছে?

প্রস। তিনি আমাদের কত্তা-বাবুর কাছে আছেন।

জগ। তোমাদের কত্তার নাম কি বাছ?

প্রস।—তেনার নামটা আমার বড় মনে থাকে না বাবু—রোস মনে করি—প্যাট্‌রা—প্যাট্‌রা—প্যাট্‌রা—আ মর্—

জগ।—(আশ্চর্য্য হইয়া) প্যাট্‌রা!—সে কি বাছা?

প্রস।—নানা—প্যাট্‌রা না—সিন্ধুক—সিন্ধুক—

জগ। সে কি বাছা—সিন্ধুক্ কি?

প্রস।—এই বার মনে পড়েছে বাবু—আমাদের কত্তা-বাবুর নাম সত্যিকের সিন্ধুক—আমর—সত্যি সিন্ধুক।

জগ। সত্যি-সিন্ধুক!—সত্যসিন্ধু বুঝি—

প্রস।—তাই হবে—আমি বাবু অত জানি নে। বাবু তোমার নাম কি গা?

জগ। তা বাছা তোমার জেনে কাজ নেই।

প্রস। তোমার কি দরকার বলনা আমি—

জগ। সে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আমি বল্‌ব।

প্রস। এই যে কত্তা-বাবু আস্‌চেন।

(সত্য-সিন্ধুর প্রবেশ)

সত্য। (দ্বারের নিকট) এ লোকটী কে প্রসন্ন?

প্রস। বোধ হয় অলীক বাবুর সঙ্গে ওঁর কিছু কাজ আছে।

(প্রসন্নের প্রস্থান)

জগ। মহাশয়ের নাম বোধ করি সত্য-সিন্ধু বাবু? বড় সৌভাগ্য যে মহাশয়ের সঙ্গে এখানে আলাপ হল। আপনার নাম পূর্ব্বে কর্ণে শোনা ছিল। এখন সাক্ষাৎ হয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হল। মহাশয়, অখিল-প্রকাশের পুত্র অলীক-প্রকাশ কি এই বাড়িতে থাকে?

সত্য। তাঁদের সঙ্গে কি মহাশয়ের আলাপ আছে?

জগ। পূর্ব্বে অখিলের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হত। এখন তার সঙ্গে আমার প্রায় ২০—২৫ বৎসর দেখা হয় নি। মধ্যে মধ্যে কখন সে পত্র লেখে এই মাত্র।

সত্য। মহাশয়ের নাম?

জগ। আমার নাম জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সত্য। কি! মশায়ের নাম জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়? আপনি এত কষ্ট কোরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পন করেছেন। আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার বন্ধু অখিল-প্রকাশের পুত্র অলীক-প্রকা-

শের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের কথা হচ্চে —তার উপর মহাশয়ের যে রূপ অনুগ্রহ তা আমি সব শুনেছি।

জগ। অনুগ্রহ!—আমি তো মশায় অলীক-প্রকাশকে চক্ষেও দেখিনি। তবে তার বাপের একটা কর্ম্ম করে দিয়েছি বটে—অখিল এখন মুর্‌সিদাবাদে সেরেস্তাদারি কাজ করে।

সত্য। সেরেস্তাদারি কাজ!—তিনি যে এক জন মস্ত জমিদার।. তার পুত্রের সঙ্গে কি মশায়ের তবে আলাপ নাই?

জগ। কাল আমি তাঁর বাপের কাছ থেকে এক খানি পত্র পেয়েছি। কিন্তু সেই পত্রের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। শুন্‌লেম না কি অখিলের পুত্র অলীক-প্রকাশ এই বাড়িতে থাকে, তাই সেই বিষয়টা জান্‌তে এলেম। অলীকের সঙ্গে আমার কখন চাক্ষুষ্ হয় নি। এই পত্রটা পড়ে দেখুন দিকি। এর মর্ম্ম তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (সত্য-সিন্ধুকে পত্র প্রদান)

সত্য। সে কি মশায়! (পত্র পাঠ)

পত্র।

দীন-প্রতিপালক-বরষে্

অসংখ্যপ্রণামা বহবো নিবেদনঞ্চ বিশেষ

হুজুরালীর শ্রীচরণ-সরোজের কৃপায় এই দীন হীন অভাজন সেরেস্তাদারি কর্ম্ম প্রাপ্তে কোন প্রকারে সপরিবারে বজায় আছে। আমার পুত্রটী বেকার অবস্থায় থাকা বিধায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে বার বার লিখি—অদ্য পুত্রের পত্রে অবগত হইলাম যে সে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবা মাত্রই তাহার পরে নাকি মহাশয়ের আত্যান্তিক স্নেহ পড়িয়াছে—এমন কি যাহা অস্মদাদির ন্যায় অন্তজ মনিষ্যের স্বপ্নেরও অগোচর, মহাশয় নাকি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদটী তাকে দিবেন বলিয়া স্বীকার পাইয়াছেন—এই সমাচারে অধিন যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে তাহা ভগবানই জানেন। অলীক-প্রকাশ যেরূপ সুবোধ সুশীল সত্যবাদী তাহাতে দেখিবা মাত্রই যে তাহাকে মহাশয়ের পছন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি। কেন না, শাস্ত্রে বলে জহরী না হইলে কি কখন জহর চিনিতে পারে। আর যদ্যপিস্যাৎ তাহার কোন গুণই না থাকে তথাপি মহাশয় নিজগুণে সকলই করিতে পারেন। মহাশয়ের অসাধ্য কি আছে—একবার এই দীনজনের উপর কৃপা-

কটাক্ষ-পাত হইলে সকলই সম্ভাব। এ অধীনদিগের আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? মহাশয়ই আমাদের সকল ভরষা—মহাশয় আমাদের জজ্—মহাশয়ই আমাদের মেজেষ্টর—মহাশয়ই আমাদের কুইন্ ভেক্‌টরিয়া। আর অধিক কি লিখিব ইতি।

পদ-রজ-প্রেত্যাশিত
শ্রীঅখিল প্রকাশ দাসস্য

মশায় তবে অলীক প্রকাশকে বাঙ্গলা-ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদ দেবেন বোলে স্বীকার পেয়েছেন?

জগ। মশায় বলেন কি! আমার সঙ্গে তার মোটেই দ্যাখাশুনো নেই, আমি তাকে কর্ম্ম কি কোরে দেব?

সত্য। সে কি মশায়! অলীক-প্রকাশ কি মহাশয়ের বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করে না?

জগ। কৈ! না মশায়।

সত্য। মশায়ের বসত্ বাটীর কথা বল্‌চিনে—বাগান বাটীর কথা বল্‌চি।

জগ। আমার বাগান বাড়ি এখানে কোথা মশায়, আমার বাগান বাড়ি বালিগঞ্জ।

সত্য। উল্টোডিঙ্গিতে আপনার কি একটা বাগান বাড়ি নেই?

জগ। কৈ আমি তো মশায় জানি নে।

সত্য। আপনার সেই বাগানে নাকি একটা প্রকাণ্ড বার মেসে জাম গাছ আছে—আর আপনি নাকি জাম খেতে বড় ভাল বাসেন। সেখানে নাকি অলীক-প্রকাশের সঙ্গে রাত দিন দাবা খেলেন।

জগ। (হাস্য করিতে করিতে) সে কি মশায়—অলীক-প্রকাশকে এখনও পর্য্যন্ত চক্ষেও দেখিনি—যে জায়গার কথা বল্‌চেন আমি তো তার কিছুই জানিনে মশায়—আর, দাবা খ্যালা আমার জীবনে তো আমি কখন খেলিনি (স্বগত) অলীক-প্রকাশের দেখ্‌চি সকলি অলীক।

সত্য। পাজি—লক্ষ্মীছাড়া—তবে দেখ্‌চি আগাগোড়া মিথ্যেকথা বলেছে। এমন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি। আর যাই হোক্, ওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিচ্চিনে।

জগ। মশায় তার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন বোলে কি কথা দিয়েছেন?

সত্য। না মশায় আমি তাকে কোন কথা দিই নি। সে এ বিষয়ে কোন আপত্তি কর্‌তে পারে না। কেন না, তাকে আমি পূর্ব্ব হতেই বলে রেখে-

ছিলেম যে তার সঙ্গে বিবাহ দেবার পক্ষে আমার একটী আপত্তি আছে; সে আপত্তি না খণ্ডন হলে আমি বিবাহ দেব না। এই যে লক্ষ্মীছাড়া এই দিকে আস্‌চে।

জগ।—আপনি ওকে এখন আমার কোন পরিচয় দেবেন না। কি করে দেখা যাক্।

(অলীক-প্রকাশের প্রবেশ)

অলীক। আপনি মশায় তো আহার করেই চলে এসেছেন—আর সেই চিনেম্যান ব্যাটা যে কোথায় চলে গ্যাল তা বল্‌তে পারি নে। (জগদীশ বাবুর প্রতি) আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, আপনাকে পূর্ব্বে দেখিচি কি না স্মরণ হচ্চে না। বোধ করি কৃষ্ণনগর থেকে আসা হচ্চে?

জগ। ঠিক্ ঠাওরেছ।

অলীক। কৃষ্ণনগরের লোকদের দেখ্‌লেই কেমন চেনা যায়। যদি মশায়ের কল্‌কাতায় বাস কর্‌বার ইচ্ছে থাকে, তা হলে আমাকে বল্‌বেন, আমি সব ঠিক্ ঠাক্ করে দেব।

জগ। (সত্য সিন্ধুর প্রতি) দিব্যি পাত্রটী তো পেয়েচেন মশায়।

সত্য। (মৃদুস্বরে) পাজি লক্ষ্মীছাড়া !

জগ। (অলীকের প্রতি) আমি এখানে কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় এসেছি—জগদীশ বাবুর সঙ্গে মহাশয়ের কি আলাপ আছে ?

অলীক। তাঁর সঙ্গে আবার আমার আলাপ নেই ?—বেশ লোক। দেখ্‌তে বড় ভাল না যদিও—একটু কুঁজো রকম—নাক্‌টা একটু খাঁদা—দাঁত্‌গুলো একটু উঁচু উঁচু—কিন্তু এদিকে লোক খুব ভাল—দোষের মধ্যে দু একটা মিথ্যে কথা বলে—তা আজ কালের বাজারে মশায় ও দোষটা কার না আছে ? কিন্তু দেখুন মশায়, আমার কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গ্যাছে যে ভুলেও একটা মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না।

জগ। (স্বগত) তা তো বিলক্ষণ দ্যাখা যাচ্চে।

সত্য। (স্বগত) পাজি!—লক্ষ্মীছাড়া !—অম্লানবদনে বল্‌চে দ্যাখ না।

জগ। আপনার সঙ্গে তাঁর যখন এত আলাপ—তখন তাঁকে বোলে কোয়ে আমার একটা কোন কর্ম্ম জুটিয়ে দিলে বড় বাধিত হই।

অলীক। অবশ্য অবশ্য। আমি নিজে তোমাকে

নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দেখ্‌বে তিনি কি চমৎকার লোক। ভারি উত্তম লোক! বোল্লে আহঙ্কার করা হয় আমার সঙ্গে তাঁর কিছু বিশেষ আত্মীয়তা আছে।

জগ। (হাস্য সম্বরণ করিয়া) হুঁ।

অলীক। তাতে আবার লোকটা খুব ইয়ার। কাল তাঁর বাড়িতে একত্রে আহার কল্লেম।

সত্য। তাঁর সঙ্গে আহার কল্লে?

অলীক। হাঁ—আর কেউ ছিলনা, কেবল আমি আর তিনি। দুজনে খাওয়া যাচ্চে, আর খোস গল্প চল্‌চে।

সত্য। তবে তো জগদীশ-বাবু কাল্‌কের চেয়ে অনেক বদ্‌লে গ্যাছেন।

অলীক। কি করে মশায়?

সত্য। কি করে?—তুমি কাল এঁর সঙ্গে একত্রে খেলে, আর আজ চিন্‌তে পাচ্চ না।

অলীক। অ্যাঁ ইনিই জগদীশ বাবু! কল্‌কাতার জগদীশ বাবু! দুঃখের বিষয় এঁকে তো আমার স্মরণ হচ্চে না।

সত্য। স্মরণ না থাক্‌তে পারে—কিন্তু ইনিই

যে জগদীশ বাবু তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

অলীক। তা আমি অস্বীকার কচ্চিনে—কিন্তু আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে এঁর সঙ্গে আমি কাল আহার করি নি। তবে এঁর নাম জগদীশ বাবু কি করে হল তা মশায় আমি কি ক'রে বোল্‌বো। তবে যদি ওঁর পরিবারের মধ্যে আর কোন জগদীশ বাবু থাকেন।

জগ। আমার নামে আমার পরিবারের মধ্যে তো কই আর কাকেও দেখ্‌তে পাই নে। তবে আমার একটী ভাগ্‌নে আছে, তার নামও জগদীশ বটে।

অলীক। বটে? তাঁর নামও জগদীশ?—এই তবে এখন ঠিক্‌ হয়েছে। ওঃ—তাঁরই সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁরই সঙ্গে আমি কাল একত্রে আহার করেছি।

জগ। ও কথা আমি বিশ্বাস কত্তে পাত্তেম—কিন্তু ওর মধ্যে যে একটু গোলবাদ্‌চে। আমার যে ভাগ্‌নেটীর নাম জগদীশ, সে এই তিন বৎসর ধোরে দেশে নেই। সে পশ্চিমে পালিয়ে গ্যাছে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো! কি উৎপাৎ! (প্রকাশ্যে) আপনি তবে জানেন না। তিনি কাল কল্‌কাতায় এসেছেন। কল্‌কাতায় এসে লজ্জায় আপনার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চেন। আমি তাঁকে কাল দেখেছি মশায়।

জগ। না বাপু সে আসে নি।

অলীক। অবশ্য এসেছেন। আমি বল্‌চি এসেছেন। আস্থা বাজি রাখুন—

সত্য। আচ্ছা বাপু, তিনি এসেছেন তার প্রমাণ দেও, তা হলে তোমার আর সকল দোষ মার্জ্জনা কর্‌ব।

(প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রস। জগদীশ বাবু এসেছেন।

(জগদীশ বাবু সাজিয়া গদাধরের প্রবেশ)

অলীক। (দণ্ডায়মান হইয়া) এই যে জগদীশ বাবু—আস্তে আজ্ঞা হোক্।

জগ। (স্বগত) আমোলো! এযে আমার মোসাহেব গদাধর দেখ্‌চি। এ এখানে কি কোত্তে এল?—দ্যাখাই যাক্ না কি করে—আমাকে

এখনও দেখ্‌তে পায় নি—রোস্‌ আমি আর একটু মুখ ফিরিয়ে বসি। (মুখ ফিরিয়া উপবেশন)

গদা। তবে অলীক বাবু ভাল আছেন তো?

অলীক। যেমন রেখেছেন। এখন এসেছেন বাঁচা গেল। অনেক সময় আপনি আমার উপকার করেছেন—তাজ্জন্যে মহাশয়ের কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। (স্বগত) এই বার এ না এলেই তো আমার দফা রফা হচ্চিলো। কিন্তু একি ব্যা-পার, আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (গদাধরের প্রতি প্রকাশ্যে) আসুন মশায় এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

গদা। (জগদীশ বাবুকে দেখিয়া স্বগত) আঃ খেলে যা! বাবু যে—(লজ্জিত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ, পরে মুখে কাপড় ঢাকিয়া মুখ ফিরাইয়া এক কোনে দণ্ডায়মান)

জগ। (স্বগত) ও যে আবার আমার পোষাক পরেছে। এখনও কিছু বলা হবে না—দ্যাখাই যাক্‌ না কি করে।

অলীক। (গদাধরকে লজ্জিত দেখিয়া সত্য-সিন্ধুর প্রতি) এই দেখুন মশায় আমি সত্যি কি

মিথ্যে বলেছিলেম। কাল উনি পশ্চিম থেকে কল্‌কাতায় এসে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আজ হঠাৎ মামার সঙ্গে দেখা হয়ে লজ্জা হয়েছে। (স্বগত) এ কে? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—ভাগ্যি এব্যাটা এসেছিল তাই এ যাত্রাও রক্ষা পেলেম।

জগ। (স্বগত) একটু মজা করা যাক্—(প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) লুকিয়ে লুকিয়ে কেন বেড়াচ্চ বাপু?

অলীক। (গদাধরের প্রতি) "মামা গো ভাগ্‌নে তোমার" বোলে এসে পড় বাবা—আর কেন।

সত্য। তবে তো অলীকের একটা কথাও মিথ্যে নয়।

অলীক। মশায় আমার উপর শুধু-শুধু সন্দেহ করেন এই দুঃখেই আমি মলেম। (স্বগত) আজ সমস্ত দিন যা মনে কচ্চি তাই কি সত্যি হচ্চে!

সত্য।—বাপু আমাকে মাপ কর্‌বে—আর আমি তোমার কথায় সন্দেহ কর্‌ব না—আমি যত বার সন্দেহ করেছি, তত বারই তোমার কথা সত্যি বোলে পরে প্রকাশ হয়েছে। প্রথমে তোমার সেই

লাটু ভায়ের কথা অবিশ্বাস করি—একটু পরেই লাটু ভাই এসে উপস্থিত হল—তোমার সেই চীনে সাহেবের গল্প অবিশ্বাস করেছিলেম—তার পর চীনে সাহেব উপস্থিত হল—আবার জগদীশ বাবুর ভাগ্নের কথা অবিশ্বাস করেছিলেম, সেটাও সত্যি হল। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস কত্তে পারি নে—তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দেব।

অলীক। (স্বগত) রাম বাঁচলেম—একে একে সব ফাঁড়া গুলই কেটে গ্যাল। এখন আমাকে পায় কে।

জগ। (স্বগত) সত্যসিন্ধু দেখ্‌চি ভারি সাদাসিদে লোক। আমার ভাগ্‌নে বোলেই বিশ্বাস করেছে। আর এই ছোগ্‌রাটি তো দেখ্‌চি মিথ্যেবাদীর এক শেষ। সত্যসিন্ধুর মুখে এইমাত্র শুনলেম,—এর পূর্ব্বে অনেকবার অলীকের কথায় তাঁর অবিশ্বাস হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সেই সব কথা সত্যি বোলে প্রকাশ হয়। আমার ভাগ্‌নের কথা যে রকম সত্যি, সে সব কথাও বোধ হয় সেই রকম সত্যি। গদাধর এবার যেমন সেজে এসেছে, এই রকম বোধ হয় প্রতিবার সেজে এসে মিথ্যেকে

সত্যি করে দাঁড় করাচ্চে। আমার বোধ হয় ওর সঙ্গে অলীক একটা কি ষড়যন্ত্র করে বুড়-মানুষকে ঠকাচ্চে। কিন্তু গদাধরের এ তো বড় অন্যায়—আমার লোক হয়ে তার এই রকম কাজ? আর এই মিথ্যে কথাগুল যদি সব ধরা না পড়ে তাহলেই তো সত্যসিন্ধু বাবু এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। এ সব জেনে শুনে এক জন ভদ্রলোক কখনই নীরব থাকতে পারে না,আর নীরব থাকা তার উচিতও নয়। (প্রকাশে সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়—ও আমার ভাগ্‌নে নয়। অলীকের সমস্তই মিথ্যে কথা, আপনি ওর কথায় ভুল্‌বেন না। ছোগ্‌রাটার মিথ্যে কথার কতদূর দৌড় তাই দেখ্‌বার জন্যই ওর কথায় একটু সায় দিয়েছিলেম। কিন্তু বাস্তবিক ও আমার ভাগ্‌নে নয়।

সত্য। কি বলেন মশায় ও ব্যক্তি আপনার ভাগ্‌নে নয়?

জগ। না মশায়।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায় উনি মিথ্যে কথা বল্‌চেন। একটু আগে উনি ভাগ্‌নে বোলে স্বীকার কল্লেন—আর এখন কিনা বল্‌চেন ভাগ্নে নয়।

আমার বোধ হয় ওঁর ভাগ্‌নে কোন বদ্‌নামের কাজ করে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছিল—তাই আপনার ভাগ্নে বোলে পরিচয় দিতে এখন ওঁর লজ্জা হচ্চে।

সত্য।—(জগদীশের প্রতি) আমার কাছে মশায় লজ্জা কচ্চেন কেন, আমি প্রকাশ ক'রব না।

জগ।—এ কি আপদ! আপনি ওর কথায় বিশ্বাস কল্লেন? আমি নিশ্চয় বল্‌চি ও আমার ভাগ্‌নে নয়।

অলীক।—আমি বাজি রাখ্‌তে পারি ঐ ওঁর ভাগ্‌নে।

সত্য।—মশায় ওরকম স্থলে নাম প্রকাশ কত্তে একটু লজ্জা হয় বটে—কিন্তু মিথ্যে কথা বলাটাও তো ভদ্র লোকের উচিত নয়।

জগ।—একি আপদেই পড়্‌লেম—মশায় আমার কথা অবিশ্বাস কচ্চেন?

সত্য। ও লোকটিকে তবে কি আপনি আদপে চেনেন না?

জগ। চিন্‌ব না কেন মহাশয়—ও যে আমার মোসাহেব।

অলীক। এই দেখুন মশায়, একটা মিথ্যে কথা ঢাক্‌তে গিয়ে আবার একটা মিথ্যে কথা।

জগ। আমার মিথ্যে কথা!—ও রকম বল্‌তে তোমার লজ্জা হচ্চে না?

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) আমার কথা মিথ্যে কি সত্যি মশাই বিবেচনা ক'রে দেখুন না।

সত্য। না বাপু তোমার কথা আর আমি অবিশ্বাস কত্তে পারিনে। যতবার মিথ্যে মনে করেছি ততবারই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলীক। দেখুন দিকি তবু আমাকে বলে কি না মিথ্যেবাদী।

জগ।—(স্বগত) কি আপদ! সত্যসিন্ধুর চোখে আমিই শেষ মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়ালেম!—অলীককে নিয়ে একটু মজা কচ্ছিলেম—এটা সত্যসিন্ধু আর বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, সত্যি সত্যিই আমার ভাগ্‌নে মনে কল্লেন। এই বিপদ থেকে একবার উদ্ধার হলে এমন কর্ম্ম আর কখন কর্‌ব না। আমার বেশ মনে হচ্চে—গদাধরই অলীকের সমস্ত মিথ্যেকে সত্যি ক'রে দাঁড় করিয়েছে।—ওরই জন্যে আমার এই বিপদে পড়্‌তে হয়েছে। (গদাধরের নিকটে গিয়া) গদাধর তুমি ভারি অন্যায় কাজ করেছ।—তুমিই বোধ হয় নানা রকম সং সেজে অলীকের মিথ্যে

কথা গুলকে সত্যি ক'রে দাঁড় করিয়েছ। এখন সব কথা খুলে বল।—না হলে তোমার আমি উচিত শাস্তি ক'রব। আর দেখ, তুমি সব কথা খুলে না বোল্লে আমি সত্যসিন্ধু বাবুর কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াচ্চি—যদি তোমার একটুও প্রভুভক্তি থাকে তা হলে বোধ হয় আমার কাছে তুমি কোন কথা ভাঁড়াবে না।

গদাধর। (সম্মুখে আসিয়া)—আপনাকে উনি মিথ্যেবাদী মনে কচ্চেন—আর আমি চুপ ক'রে থাকুতে পারিনে—আমি সব খুলে বল্‌চি। এতে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বিয়ে কত্তে পারি তা হলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। তাই সেই লোভে—এই বাড়ির চাকরাণীকে বিধবা বিয়েতে রাজি করেছিলেম। কিন্তু সে বল্লে যে তার দিদি ঠাকরণের বিয়ে না হলে, সে বিয়ে কত্তে পার্‌বে না—তার দিদিঠাকরণ তাকে বলেছিলেন তাঁর নিজের বিয়ে হয়ে গেলে পর, তার বিয়ের খরচ পত্র দেবেন। তার পর শুন্‌লেম যে দিদিঠাকরণের বিয়েতে একটা

ঝগ্‌ড়া পড়েছে—একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়্‌লে অলীক বাবুর সঙ্গে সত্যসিন্ধু বাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এই কথা শুনে প্রসন্নের সঙ্গে পরামর্শ কল্লেম যে, কোন রকম করে এই বিয়েটা ঘটাতেই হবে —অলীক বাবুর মিথ্যে কথা যেই ধরা পড়্‌বার মত হবে, অমনি তাঁকে কোন রকম ক'রে বাঁচিয়ে দিতে হবে। তাই সত্যসিন্ধু বাবু যত বার অলীক বাবুর কথায় সন্দেহ করেছিলেন, তত বারই আমি সেজে এসে অলীক-বাবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। লাটুভায়ের গল্প যখন অবিশ্বাস কল্লেন, তখন আমিই লাটুভাই সেজে আসি—চীনে ম্যানের কথা যখন অবিশ্বাস কল্লেন, তখন আমিই চীনেম্যান সেজে আসি—আবার যখন দেখ্‌লেম সত্যসিন্ধু বাবু, মহাশয়ের বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন, তখন মনে কল্লেম—অলীকবাবুর মিথ্যে কথা ধরা পড়েবে—আমিই নয় আগে থাক্‌তে সেজে এসে মহাশয়ের নামে পরিচয় দি—তাহলে আর উনি আপনার ওখানে দেখা করতে যাবেন না—আপনি যে এখানে নিজে এসে উপস্থিত হবেন, তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। ধর্ম্মাবতার আমাকে মাপ করুন, এমন কর্ম্ম আর কখন করব না।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) শুন্‌লেন তো মশায়।

সত্য।—তাইতো! এসব কি!—আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।—বাপু অলীক প্রকাশ, এ সকলের অর্থ কি?—

অলীক।—(স্বগত) এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পাল্লেম—এখন কি বলা যায়—

সত্য।—চুপ্‌ ক'রে রইলে যে বাপু?

অলীক।—আপনি যে এখনও আমার উপর সন্দেহ কচ্চেন এতেই আমি অবাক্ হয়েছি।—আর কিছু নয়—এই দুই জনে আমাকে ছেলে মানুষ পেয়ে ভোগা দেবার চেষ্টা ক'চ্চে মশায়।

সত্য।—তা ঠিক্—ও লোকটাকে আমারও বড় ভাল ঠেক্‌চে না।

জগ।—মশায় আমার কথাও কি বিশ্বাস করেন না?

সত্য। না মশায় আমি শীঘ্র আর কারও কথায় বিশ্বাস কচ্চিনে। কার কি মনের ভাব কিছুই বলা যায় না।

গদা।—(জগদীশ বাবুর প্রতি) মহাশয় নি-শ্চিন্ত হোন্—আমি এতক্ষণ ওঁর সহায় ছিলেম

বোলে মিথ্যে কথাগুল ধরা পড়ে নি—এখন দেখ্‌ব কে ওঁকে রক্ষা করে। আর পাঁচ মিনিট ওঁকে কথা কইতে দিন্, তা হলেই দশটা কিথ্যে কথা হাতে হাতে এখনি ধরা পড়্‌বে—তা হলেই সত্যসিন্ধু বাবু সমস্ত বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায় ওর কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না—ও ব্যাটা ভারি মিথ্যেবাদী।

গদা।—আমি মিথ্যেবাদী না তুই মিথ্যেবাদী?

অলীক।—আমি মিথ্যেবাদী!—কোন্ শালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় কি কথা বোল্লে কি হয় তা তুই জানিস্?—ইষ্টুপিড্!—শুধু এক কথা বোল্লেই হয় না—পেটে একটু বিদ্যে চাই—জানিস্ এ কোম্পানির মুলুক—আমাকে মিথ্যেবাদী বলিস্—জানিস্‌নে দশ শালের আট আইনের ৫৩০ ধারায় কি বলে?—আমাকে বলে কিনা মিথ্যে-বাদী!

সত্য।—থাক্ থাক্ বাপু, আর ঝগ্‌ড়ায় কাজ নেই। তুমি যে মিথ্যে কথা কওনা তা আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে। মিছে ঝগড়ায় কাজ কি।

অলীক।—না মশায় ওকথা আমার বর্‌দাস্ত

হয় না—আমাকে বলে কি না মিথ্যেবাদী!—ও জানে যে মনে কল্লে এখনি ওর নামে আমি ফর্জারি কেস্ এনে, শমন জারি করে, ডিক্রীজারি কোরে, শেষ গেরান জুরিতে ঠেল্‌তে পারি?—আমাকে কি না যেসে লোক মনে করেছে।

জগ।—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) ছোগরাটীর আইন জ্ঞানও বিলক্ষণ আছে দেখ্‌ছি।

সত্য।—না মশায় ছোগরাটী লিখ্‌তে পড়্‌তে কইতে বল্‌তে স্বভাব চরিত্রে সব দিকেই ভাল—কেবল দোষের মধ্যে একটু রাগী—তাও বয়েসের ধর্ম্ম, একটু বয়েস হলেই শুধ্‌রে যাবে।

অলীক।—আমার বাড়িতে বোসে আমাকে কি না অপমান করে—ভাড়াটে বাড়ি হলেও কথা থাকৃতো—আমার নিজ পৈতিক বাস্তু ভিটেতে বোসে কিনা আমাকে অপমান—এ কখন সহ্য হয়?

সত্য।—থাক্ থাক্ বাপু, যেতে দেও।

গদাধর।—(জগদীশের প্রতি) দেখুন মশায় এই একটা মিথ্যে কথা বল্লে—এটা একটা ভাড়াটে বাড়ি—ও বল্লে কিনা ওর নিজের বাড়ি!

অলীক।—এই দেখুন মশায়—সাধে কি আমার

রাগ হয়—ও ব্যাটা স্বচ্ছন্দে বল্লে কিনা আমার নিজ বাড়ি নয়—ভাড়াটে বাড়ি।

সত্য।—না—এ যে তোমার নিজ বাড়ি তা আমি জানি।

গদাধর।—অচ্ছা আমি যদি প্রমাণ করে দিতে পারি যে এটা ভাড়াটে বাড়ি?

জগ। গদাধর! আর কেন মিথ্যে ঝগ্‌ড়া কচ্চ—চল যাওয়া যাক্। (স্বগত) ভাল বিপদেই পড়েছি—পরের কথায় থাকা বড় ঝক্‌মারি—এমন কর্ম্ম আর কখন ক'রব না। এখন যেতে পাল্লে যে হয়। এইবার ওঠা যাক্।

(ভাড়া আদায় করিবার জন্য বেলিফের পেয়াদার সঙ্গে এক জন লোকের প্রবেশ।)

ঐ লোক। ঐ বাবু এই বাড়ি ভাড়া করেছিল।

পেয়াদা। (অলীককে ধরিয়া) এই দেখো গেরেফ্‌তারি পরোয়ানা—রুপিয়া দেও—নেই আদালৎ মে চলো।

অলীক।—(ভয়ে কম্পমান)—অ্যাঁ—কি!—ভাড়ার টাকা!—অ্যাঁ—আমি—অ্যাঁ—

পেয়াদা।—চল্‌বে চল্!—(গুতাপ্রদান)

অলীক।—যাচ্চি বাবা—পেয়াদা সাহেব একটু সবুর কর বাবা—আঁ্যা—শ্বশুর মশায় ভাড়ার টাকাটা দিন্, আমি মারা যাই যে—আপনার জন্যেই তো এই বাড়ি ভাড়া করেছিলেম—

গদা।—ফোর্ জারি ফার্জ্জরি—শমনজারি ডিক্রী-জারি—গেরান্জুরি—সে সব জারিজুরি এখন কো- থায় গেল বাবা?—এখন বল তো কোন্ শালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় ওয়ারাণ্ট্ জারি লেখে?

জগ।—আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে।

সত্য।—এটা তবে তো সত্যি ভাড়াটে বাড়ি—তবে তো দেখছি ওর সব কথাই মিথ্যে—মিথ্যে-বাদী পাজি!—লক্ষ্মীছাড়া—ছুঁচো—হতভাগা!—আমাকে দেখ্‌চি আগা গোড়া ঠকিয়ে এসেছে।—(জগদীশ বাবুর প্রতি) মহাশয় মাপ কর্‌বেন—আমি আপনার কথা পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করেছিলেম।

জগ।—আমি তাতে কিছু মনে করিনি—আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন তাতে সকলি সম্ভব।

পেয়াদা।—চল্‌বে চল্।

অলীক।—একটু সবুর কর বাবা—পেয়াদা সাহেব বড় ভাল লোক—শ্বশুর মশায় আমাকে এযাত্রা উদ্ধার করুন—আমি এমন কর্ম্ম আর করব না।

সত্য।—দ্যাখ্, আমাকে "শ্বশুর মশায়" "শ্বশুর মশায়" করে ডাকিস্‌নে—আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্চিনে—পাজি—ছুঁচো—লক্ষ্মীছাড়া।

অলীক।—এ যাত্রায় রক্ষা করুন—আর এমন কর্ম্ম করব না—

জগ।—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) ভাড়ার টাকা কটা দিয়ে খালাস ক'রে দিন—হাজার হোক্ ভদ্রলোকের ছেলে—

সত্য।—না মশায় আমিও টাকা দিচ্চিনে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

(হেমাঙ্গিনীর অন্তরালে আগমন)

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) একি!—আমার প্রাণেশ্বর বন্দী হয়েছেন!—

সত্য। না—আমার মেয়ের সঙ্গে ওর কখনই বিয়ে দেব না—পাজি ছুঁচো—লক্ষ্মীছাড়া।

হেমা।—(অন্তরালে স্বগত)—কি কথা শুন্‌লেম!—ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না!—

আমি আর নীরব থাক্‌তে পারিনে।—প্রণয়ের অপমান !—এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না—(প্রস্থান)

পেয়াদা।—চলো বাবু চলো। (গুঁতা প্রদান)

অলীক।—মারিস্‌নে বাবা—তোকে পরে খুব খুসি কর্‌ব—শ্বশুর মশায় কিছু কোল্লেনা—নিতান্তই কি তবে জেলে শ্বশুর-বাড়ি কর্‌তে হবে—ও প্রেয়সী —প্রেয়সী—বিরহ-যন্ত্রণায় তা হলে যে একে বারে মারা যাব বাবা——এই অসময়ে এক বার দ্যাখা দাও।—

(একটা ভোঁতা বোঁটি হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা।—আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্ত কণ্ঠে বল্‌চি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর—আমার কণ্ঠ-রত্ন—ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ কর্‌ব না—যদি এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়, তা হলে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব।

সত্য-সিন্ধু।—হাঁ হাঁ—কর কি ! কর কি !—অমন কর্ম্ম কোরো না মা—আমি এখনি টাকা দিয়ে খালাস করে দিচ্চি—একি উৎপাৎ ! লক্ষ্মীটী ঘরে যাও

—এত লোকের সাম্‌নে কি বেরোতে আছে —ছিছি কি লজ্জা!

হেমা।—আমি জগতের সাম্‌নে এই শেষ বার বল্‌চি এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

(দ্রুতবেগে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান)

জগ।—একি ব্যাপার!—

গদা।—তাইতো একি!—

অলীক।—এই বার খালাস ক'রে দিন মশায়, প্রেয়সীর তো অনুমতি হয়েছে।

সত্য।—মশায় আমি কি কুক্ষণে আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে দিয়েছিলেম, তার ফল এখন ফল্‌চে। রাম রাম!—কি লাঞ্ছনা। আমার আর একটী ছোট মেয়ে আছে, তাকে আর লেখা পড়া শেখাচ্চিনে—এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর করব না।

জগ।—মশায় লেখা পড়া শেখানোর দোষ দেবেন না।—ভাল কোরে লেখাপড়া শেখালে কখনই তার মন্দ ফল হয় না—আর শুধু লেখাপড়া শেখা-লেই যে সুশিক্ষা হয় তাও নয়—পিতা মাতার উপদেশ দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করে।

সত্য। যাই হোক্—এখন উপায় কি—ঐ লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও যা—হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়াও তা।

জগ।—(সত্যসিন্ধুর প্রতি মৃদু স্বরে) দেখুন মশায় এক কাজ করুন—ওকে এই কথা বলা যাক্ যে যদি ও বিয়ে কর্‌বার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে, তাহলে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে ওকে খালাস করা যাবে।

সত্য।—আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই করুন—আমি আমার মেয়ের আচরণ দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি।

অলীক। মশায় আমার উপায় কি কল্লেন, এই অবস্থায় কি আমাকে সমস্ত দিন থাকতে হবে?

জগ।—তুমি যদি বাপু ওঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের আশা একেবারে পরিত্যাগ কর—তা হলে ভাড়ার টাকাটা চুকিয়ে দিয়ে তোমাকে খালাস করা যায়।

অলীক।—এখনি—এখনি। আমি তাতে রাজি আছি মশায়—আমার বিয়েতে কাজ নেই—এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—মশায় ও ভয়ানক

মেয়ে মানুষ—যে রকম বোঁটি হাতে করে এসেছিল, ও খুন কত্তে পারে, সব কত্তে পারে—বিয়ে হলে আমারই গলায় কোন দিন ছুরি বসিয়ে দেবে—বাবা! অমন মেয়েকে বিয়ে করা আমার কর্ম্ম নয়—আমার ঝকমারি হয়েছে, আমি এখানে বিয়ে কত্তে এসে ছিলেম—এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না—খালাস করে দিলেই আমি এখান থেকে টেনে দৌড় মার্‌ব—আর এমুখোও হব না।—তোমাদের মেয়েকেও ডেকে নিয়ো বাবা—আমার পিছনে পিছনে আবার না তাড়া করে।—কি ভয়ানক!—বোঁটি হাতে!—

জগ।—(ভাড়া আদায়ের লোকের প্রতি) বাড়ি ভাড়া কত টাকা পাবে?

ঐ লোক।—একশো টাকা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর নিকট হইতে নোট্ লইয়া) —এই লও একশো টাকার এক খানা নোট্ দিচ্চি।—(পেয়াদার প্রতি) আবি বাবুকো ছোড় দেও, আওর কেয়া মাংতা?—

পেয়াদা।—(অলীককে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বাবু কো তো ছোড় দিয়া—হমারা বকশিস।—

অলীক।—বক্‌সিস্!—দাঁত বের করকে এখন হাস্‌তা হ্যায়—যখন আমার পিঠে গুঁতো মার্‌তা হ্যায়—তখন বক্‌সিসের কথা মনে ছিল না হ্যায়—এখন বক্‌সিস্!—বাঞ্চারাম আর কি!—

পেয়াদা।—সেলাম বাবু (প্রস্থান)

অলীক।—আমি মশায় চল্লেম। আর এখানে নয়।

জগ।—বাপু তোমার স্বভাবটা একটু শুধ্‌রিও, অমনতর অনর্গল মিথ্যে কথা কয়ো না। মিথ্যে কথা বল্‌বার কি ফল তা তো দেখ্‌লে।

অলীক। মশায় আমার ঘাট হয়েছে—আমি নাকে খৎ দিচ্চি এমন কর্ম্ম আর কখন কর্‌বনা।

সকলের প্রস্থান ও যবনিকা পতন।